বাংলা ভাইয়ের মতো বিভিন্ন আকৃতিতে দুর্নীতির বিজ্ঞাপন

অবনি অনার্য

বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক মজার মজার কৌতুক প্রচলিত আছে। সবচেয়ে বেশি প্রচার লাভ করেছে যে কৌতুকটা সেটা এরকম– ঈশ্বরের শেষ বিচার কার্য শেষে দেখা গেলো একজনের পাপ পুণ্যের পরিমাণ সমান সমান। সুতরাং, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো লোকটি যেটা পছন্দ করবেন সেটাই তাকে দেয়া হবে। তিনি বললেন , ঠিক আছে, আগে তো দেখি, পরে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। প্রথমে তিনি দেখতে চাইলেন নরক। দেখা গেলো, পৃথিবীর যতো সেলিব্রেটি সবাই সেখানে, সবাই নাচ-গান আমোদে ব্যস্ত, খানাপিনা চলছে সমানে, বড়ো বড়ো আবিষ্কারকরা সেখানে এসি তৈরি করেছেন, সবার সামনে ল্যাপটপ, বিশাল স্ক্রিনে লাইভ নাচ-গান দেখানো হচ্ছে। আর দেরি কিসের, এর চেয়ে বেশি কী আয়োজন প্রয়োজন! লোকটি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এখানেই থাকবেন। যথারীতি, তাঁকে অতপর সেখানেই পাঠিয়ে দেয়া হলো।

প্রবেশের পরপরই টের পেলেন, যেটা দেখা গেছিলো বাস্তব ঠিক সেটার উল্টো। যাবতীয় শাস্তিরও সুব্যবস্থা আছে। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন নরকের কেয়ারটেকারকে। এবং যা দেখানো হয়েছিলো সেটার সঙ্গে বাস্তবের অমিলের অভিযোগ তুললেন। সব শুনে কেয়ারটেকার উত্তর করলেন, আসলে আপনি যেটা দেখেছেন ওটা ছিলো নরকের বিজ্ঞাপন, প্রকৃত নরক এরকম।

বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ আসলো এ কারণে যে, প্রচার মাধ্যম, ভুক্তভোগি জনতা, সচেতন নাগরিক সবার ক্রমাগত চেঁচামেচি, এমনকি তাদের প্রকৃত কর্মকাণ্ড ছবিসহ প্রকাশের পরও আমাদের মহিমান্বিত সরকার তারস্বরে বলেছিলেন, বাংলা ভাই বলে কেউ নেই, ওটা মিডিয়ার সৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত, উনারা স্বীকার তো করেছেনই, মিডিয়ার সাহায্যও নিচ্ছেন। সারাদেশে নাকি দুলাখের মতো পোস্টার ছাড়া হচ্ছে মুহতারাম আবদুর রহমান এবং ইওর ম্যাজেস্টি জনাব বাংলা ভাইকে ধরিয়ে দেবার জন্য।

সাম্প্রতিক আলোচিত ঘটনা বিশ্ব দুর্নীতিতে বাংলাদেশের হার না মানা টানা পঞ্চম বারের মতো শীর্ষস্থান অর্জন! অর্থাৎ, এর আগে আরো চারবার এ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে বাংলাদেশ। যথারীতি আমাদের সরকার এটাও অস্বীকার করেছে, করছে। খুবই স্বাভাবিক, বাংলা ভাইদের মতো মুর্তমান ক্যারেক্টার অস্বীকার করা হয়েছে, আর দুর্নীতি তো বিমুর্ত একটা ব্যাপার, চোখে দেখা যায় না, কেবল শোনা যায়... শোনা কথায় কান দিতে নেই! এটাও মিডিয়ার সৃষ্টি এবং 'একটি বিশেষ মহল' বাংলাদেশের 'ভাবমুর্তি' ক্ষুণ্ন করার চক্রান্তের অংশ হিসাবে এটি করছে। অভাব (অ-ভাব) আমাদের চিরসঙ্গী, সেখানে 'ভাব' এবং তার 'মুর্তি' নিয়ে আমাদের সরকারের চিন্তা আমাদেরও চিন্তান্বিত করে। জানতে চাই, দেশের ভাবমুর্তি কোন অবস্থায় উন্নীত (!) হলে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হবে, "দেশে চরম হারে দুর্নীতি বিদ্যমান" এবং কোনো বিখ্যাত কার্টুনিস্ট বা গ্রাফিক্স ডিজাইনার দিয়ে আঁকানো হবে বিভিন্নরূপী ছবি (যেমন এখন করা হচ্ছে আবদুর রহমান এবং বাংলা ভাই-এর ক্ষেত্রে) – দাঁড়িসহ দুর্নীতি, দাঁড়ি ছাড়া দুর্নীতি, ক্লিনশেভড (রেজার্ড) দুর্নীতি, ব্লেজার (ব্লেজার্ড) গায়ে দুর্নীতি... আর ওসব সেঁটে দেয়া হবে সারা দেশে, সারা বিশ্বে...প্রতিটি দেয়ালে দেয়ালে...
"বাবা, গণতন্ত্র কী?' ছেলের এই প্রশ্নের উত্তরে বাবা সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন এইরকম– ধরো, আমি পরিবারের কর্তা, অতএব আমি প্রধানমন্ত্রী। তোমার মা অর্থকড়ি ইত্যাদি পরিচালনা করেন, তাই তিনি সরকার। তোমার যাবতীয় দেখাশোনার দায়িত্ব আমাদের, তাই তুমি হলে গিয়ে জনগণ। আমাদের কাজের মেয়েটি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী, আর তোমার পিচ্চি ভাইটি হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। বাকিটা নিজে নিজে ভেবে দেখো।

বাবার কথা মতো ছেলেটি ঘুমাতে গিয়ে উদাহরণটা নিয়ে ভাবলো । ঐ রাতে, খানিক বাদে, ছেলেটি শুনলো তার পিচ্চি ভাইটা কাঁদছে। উঠে গিয়ে দেখলো, মল-মুত্র দিয়ে পিচ্চির অবস্থা যাচ্ছেতাই! তাই ছেলেটি তার বাবা-মার রূমের দিকে গেলো। দেখলো মা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মাকে জাগাতে ইচ্ছা হলো না। কাজের মেয়েকে খবর দিতে গিয়ে দেখলো ওর রূম বন্ধ। দরজার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, বাবা শুয়ে আছে কাজের মেয়ের সঙ্গে। ছেলেটি নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।
পরদিন ছেলেটি তার বাবাকে বললো, বাবা আমার মনে হয়, রাজনীতির বিষয়টা আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি। বাবা বললেন, বাহ! বেশ, বলো তো দেখি। তখন ছেলে বললো, গণতন্ত্র হচ্ছে– প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলনকার্য সম্পন্ন করছেন শ্রমিক শ্রেণীর উপর, যখন সরকার গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জনগণ সর্বদাই উপেক্ষিত, আর দেশের ভবিষ্যৎ লেজেগোবরে...

উদাহরণটি দেয়ার অর্থ এই নয় যে, এর মধ্য দিয়ে বিদ্যমান সরকারের কোনো তুলনা করা হচ্ছে। এটা এমনি এমনি বলা, যেমন বলছেন আরো অনেকে... অরণ্যে রোদন। বরং, যেহেতু বাংলা ভাইয়ের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ এসেছে, তাই বিজ্ঞাপন নিয়েই আরো দু-একটা প্রবাদতুল্য কথা উল্লেখ করি। ইংরাজিতে কথাটা এরকম– ওয়ান অব দা বিগ ডিসঅ্যাপোয়েন্টমেন্টস অব লাইফ ইজ দ্যাট, দ্য পারসন রাইটস দ্য অ্যাডভারটাইজিং ফর দ্য ব্যাংক ইজ নট দ্য ওয়ান হু মেকস দ্য লোনস। এই লাইনের সঙ্গেও আলোচিত বিজ্ঞাপনের কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞাপন (বাংলা ভাই'র) প্রচার আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কী ধরনের সাফল্য বয়ে এনেছে– এ জাতীয় একটা গবেষণা কার্যক্রম চালানো হতে পারে বলে ধারণা করা অমূলক নয়, সেজন্য এক সদস্যবিশিষ্ট (প্রথমে বহু সদস্য বিশিষ্ট হবে, পরে সরকারের সঙ্গে দ্বিমত বা 'ভাবমুর্তি' বিরোধী কোনো তথ্য ফাঁস করে দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে ছাঁটাই বা পদত্যাগের ফলে সেটা এক

সদস্যবিশিষ্ট হয়ে যাবে) তদন্ত কমিটি গঠিত হতে পারে। তাদের বহু তদন্ত রিপোর্ট আমরা দেখেছি। তাদের উপর আমাদের মতো সরকারেরও তেমন আস্থা নাই, কেননা তাদের অতিসরল রিপোর্টের অসারতা জনগণও টের পেয়ে গেছে। তাই এবার দেশের প্রতিষ্ঠিত কোনো বুদ্ধিজীবিকে এই দায়িত্ব দিতে পারেন, যিনি তাঁর অসাধারণ দর্শনচর্চার মাধ্যমে এমন বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট দেবেন যে, লোকজন শেষ পর্যন্ত রিপোর্ট পড়ে বুঝতে পারবে বিষয়টা বস্তুতই কঠিন, এর জন্য ব্যাপক পড়াশোনা প্রয়োজন। যেহেতু সাধারণদের ওটা নাই তাই তারা ক্ষান্ত দেবে, কিছু অ-সাধারণ সেটার পক্ষে-বিপক্ষে সিদ্ধান্তহীন আলোচনা করবেন। তখন অক্ষরজ্ঞানহীন লোকেরাও বুঝতে পারবে, দর্শন আসলে– লুকিং ফর অ্যা ব্ল্যাক ক্যাট ইন অ্যা ডার্ক র'ম, ইক্সেপ্ট দ্যাট দেয়ার ইজ নো ক্যাট ইন দ্য র'ম। অথবা, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট দেবেন এমন কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন, যিনি রিপোর্ট দেবেন এই রকম (ইউএসএ টু-ডে'র জরিপ নিয়ে যেমন মন্তব্য করেছিলেন ডেভিড লেটারম্যান)– নতুন আঙ্গিকে সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে নেয়া যায় যে, দেশের জনগণের প্রতি চার জনের তিন জনকে নিলে সেটা দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ হয়। আমরা এ জাতীয় রিপোর্টে অভিভূত হয়ে আত্মহারা, আর তাঁরা রিপোর্ট নিয়ে শেরাটনের বলর'মে ডিনারপার্টি সারবেন।

নিন্দুকেরা এমন সব কথা বলেই থাকেন। সব সময় নিন্দা করা ঠিক না; মেনে নি'ছি বিজ্ঞাপন দেয়া আর সেই মতো কাজ করা এক না, বা যিনি বিজ্ঞাপন লিখেছেন তিনি (বা প্রকাশকগণ) তো আর বাংলা ভাইকে ধরতে যা'ছেন না (১৭ আগস্ট এর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া লোকদের বির'দ্ধে চার্জশিট দিয়েই দায়িত্ব শেষ করতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন– প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০৫)। তাই বলে কি বিজ্ঞাপন দেয়া হবে না? অবশ্যই! বিজ্ঞাপনের জর'রত কতোটা বোঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দেয়া যায়– সকাল বেলায় উঠে স্ত্রী আই শ্যাডো, আই লাইনার, আই লেশ ইত্যাদি দিয়ে কসরত করছেন দেখে স্বামী বললো, কী এতো করছো সেই তখন থেকে? স্ত্রীর উত্তর, মেকাপ করছি, চোখগুলো দেখতে যেন প্রকৃত/ স্বাভাবিক চোখের মতোই দেখায় (আই'ম মেকিং দেম লুক নরম্যাল)। আবার, বিজ্ঞাপন বিষয়ে এ কথাও প্রচলিত– টাকা বাঁচাতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া আর সময় বাঁচাতে ঘড়ি বন্ধ করে দেয়া একই কথা।

অতএব, জয়তু বিজ্ঞাপন! কানে কানে বলি– মশায়, দুর্নীতি বিষয়ে বাংলা ভাই-এর ডিজাইন মোতাবেক বিজ্ঞাপনের কাজটা আর কতোদিন পরে দেখতে পাবো!